নৈতিক এআই-এর প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি: জিপিএআই শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদির ভাষণের একটি ব্যাপক বিশ্লেষণ

(প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শীর্ষ সম্মেলনে গ্লোবাল পার্টনারশিপে, অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি, হাইলাইট উদ্যোগ, বৈশ্বিক সহযোগিতা, নৈতিক বিবেচনা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যত গঠনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার জন্য দায়িত্বশীল AI উন্নয়নের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন।)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI)-এর দায়িত্বশীল ও নৈতিক ব্যবহারের প্রতি ভারতের নিবেদনের ওপর জোর দিয়ে নয়াদিল্লিতে 'গ্লোবাল পার্টনারশিপ অন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সামিট' উদ্বোধন করেছেন। শীর্ষ সম্মেলনে, 29টি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, এআই সুরক্ষা এবং উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিশ্বব্যাপী এআই ল্যান্ডস্কেপ গঠনে ভারতের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেছে।

দায়িত্বশীল এআই বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি: প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন যে এআই কেবল একটি প্রযুক্তিগত হাতিয়ার নয় বরং সামাজিক উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য একটি অনুঘটক। তিনি 'সকলের জন্য এআই' এর চেতনা নিয়ে খসড়া নীতির রূপরেখা, সমস্ত নাগরিকের সুবিধার জন্য AI ক্ষমতাগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। এই প্রতিশ্রুতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত একটি জাতীয় কর্মসূচির সূচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, যা শীঘ্রই এআই মিশন চালুর দ্বারা পরিপূরক হবে।

1. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং এআই মিশন সম্পর্কিত জাতীয় প্রোগ্রাম:

সরকারের উদ্যোগের লক্ষ্য সামাজিক উন্নয়নের জন্য AI এর কম্পিউটিং ক্ষমতাকে কাজে লাগানো, অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেওয়া। এআই মিশন কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবকদের আরও ভাল পরিষেবা সরবরাহ করতে চায়। এই কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে শুধুমাত্র AI গ্রহণ করা নয় বরং এটিকে ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত করা নিশ্চিত করা।

2. অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দক্ষতা উন্নয়ন:

প্রধানমন্ত্রী মোদি এআই উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন, শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এআই-সম্পর্কিত দক্ষতা টায়ার 2 এবং 3 শহরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। লক্ষ্য হল AI-এর সুবিধাগুলি সমাজের সমস্ত অংশে পৌঁছানো, শহুরে-গ্রামীণ বিভাজন দূর করা এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তিগত ল্যান্ডস্কেপ তৈরি করা।

ভারতের এআই উদ্যোগ এবং সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা: প্রধানমন্ত্রী AIRAWAT উদ্যোগের তাৎপর্যের উপর জোর দিয়ে ভারতের জাতীয় AI পোর্টালে প্রবেশ করেছেন। তিনি প্রতিটি গবেষণা ল্যাব, শিল্প এবং স্টার্টআপের জন্য পোর্টালের উন্মুক্ততা ঘোষণা করেছিলেন, সহযোগিতা এবং জ্ঞান ভাগাভাগিকে উত্সাহিত করে যা জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com
GET IT ON Google Play

1. AIRAWAT উদ্যোগ এবং জাতীয় AI পোর্টাল:

AIRAWAT উদ্যোগ, জাতীয় AI পোর্টালে একত্রিত, AI উদ্যোগের জন্য একটি সহযোগী প্ল্যাটফর্মকে নির্দেশ করে। গবেষণা ল্যাব, শিল্প এবং স্টার্টআপগুলিতে এর অ্যাক্সেসযোগ্যতা ভারতে এআই বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে এবং এআই গবেষক এবং উদ্ভাবকদের একটি বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায়কে উত্সাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

2. বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা এবং এআই বিশ্বাসযোগ্যতা:

প্রধানমন্ত্রী মোদি এআই-এর বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি ডেটা সেট, পরীক্ষার সময়কাল এবং এআই-উত্পাদিত বিষয়বস্তু চিহ্নিত করার জন্য একটি সফ্টওয়্যার ওয়াটারমার্কের প্রবর্তন সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে স্বচ্ছতার গুরুত্ব তুলে ধরে। এই বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সীমানা জুড়ে নৈতিক এআই বিকাশ নিশ্চিত করে এমন মানসম্মত অনুশীলন তৈরির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

AI-তে নৈতিক বিবেচনা এবং বিশ্বাস: প্রধানমন্ত্রী মোদি এআই-এর নৈতিক ব্যবহার এবং বিশ্বাস-নির্মাণের পদক্ষেপের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি AI এর রূপান্তরকারী শক্তিকে স্বীকার করেছেন তবে স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন, পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কিত উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করেছেন এবং প্রযুক্তিতে অসম অ্যাক্সেস রয়েছে।

1. AI কে টেকসই এবং স্বচ্ছ করা:

টেকসইতা নিশ্চিত করার জন্য, প্রধানমন্ত্রী মোদি রূপান্তরমূলক, স্বচ্ছ এবং বিশ্বস্ত এআই সিস্টেমের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি নৈতিক এআই বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে ডেটাকে স্বচ্ছ এবং পক্ষপাত থেকে মুক্ত রাখার তাত্পর্যের উপর জোর দেন। স্বচ্ছতার উপর ফোকাস শুধুমাত্র একটি জাতীয় বাধ্যতামূলক নয় বরং ভূ-রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে এমন নৈতিক মান নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বানও।

2. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমে বৈশ্বিক বৈষম্য মোকাবেলা করা:

প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তিতে অসম প্রবেশাধিকারের কারণে সামাজিক বৈষম্যের উচ্চারণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অন্তর্ভুক্তিকে অবহেলা এড়াতে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যত তৈরি করতে তিনি এআই উন্নয়নে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে একীভূত করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর এই জোর একটি ভবিষ্যত গড়ার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে AI সকলের উপকার করে, কাউকে পিছনে ফেলে না।

নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ এবং পাল্টা ব্যবস্থা: AI-এর সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরে, PM মোদি ডিপফেক, সাইবার নিরাপত্তা হুমকি, ডেটা চুরি এবং সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির দ্বারা AI-এর অপব্যবহারের মতো চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করেছেন। তিনি শক্তিশালী পাল্টা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং 'দায়িত্বশীল মানব-কেন্দ্রিক এআই গভর্নেন্স'-এর জন্য ভারতের কাঠামোর প্রস্তাব করেন।

নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং দায়িত্বশীল শাসন:

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com

GET IT ON Google Play

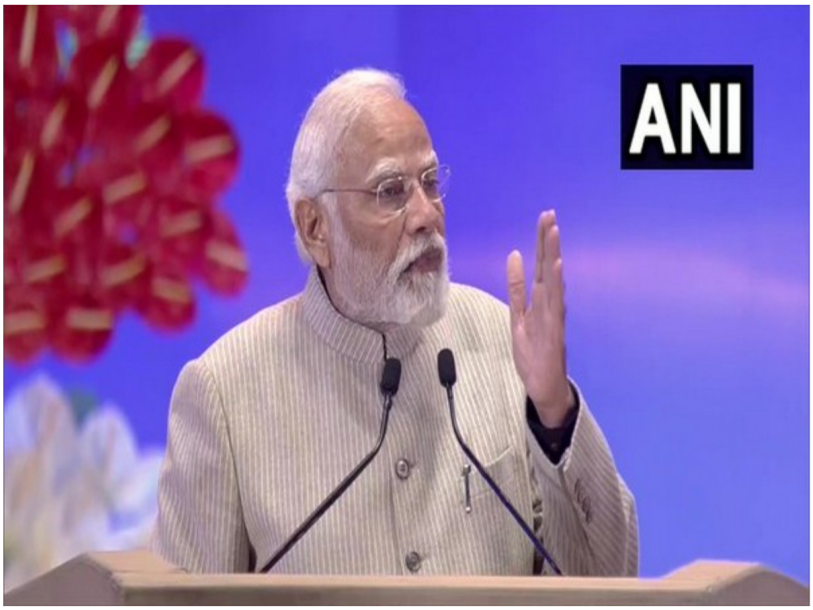

প্রধানমন্ত্রী মোদী AI এর ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনা এবং নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ান। তিনি প্রস্তাবিত কাঠামোর মাধ্যমে দায়িত্বশীল শাসনের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেন, যার লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী AI এর নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। নিরাপত্তার বিষয়ে সক্রিয় অবস্থান ভারতের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে যে শুধুমাত্র উন্নয়নের জন্য AI ব্যবহার করার জন্য নয়, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও হুমকির বিরুদ্ধেও সুরক্ষার জন্য।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এবং সম্মিলিত দায়বদ্ধতা: প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান এবং বৈশ্বিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের উপর AI এর প্রভাব সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি নৈতিক এআই উন্নয়নের জন্য একটি কাঠামো তৈরিতে একত্রে কাজ করার জন্য জাতির সম্মিলিত দায়িত্বের উপর জোর দেন।

1. প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এবং স্থিতিস্থাপক কর্মসংস্থান:

প্রধানমন্ত্রী মোদি এআই-চালিত পরিবর্তনের মুখে স্থিতিস্থাপক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলির জন্য কর্মীবাহিনীকে সজ্জিত করার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী এআই শিক্ষা পাঠ্যক্রমের বিকাশের পক্ষেও পরামর্শ দেন। এই দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র AI-এর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য নয় বরং বিশ্বব্যাপী কর্মশক্তির উপর সক্রিয়ভাবে এর প্রভাব তৈরি করার জন্য ভারতের প্রতিশ্রুতিকে আন্ডারস্কোর করে।

2. সমষ্টিগত দায়িত্ব এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা:

দৃঢ়প্রত্যয়, প্রতিশ্রুতি, সমন্বয় এবং সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নৈতিক এআই উন্নয়নের দিকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য সমগ্র বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি AI-তে আস্থা তৈরির জন্য নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিকগুলিকে সম্বোধন করার জরুরিতার কথা তুলে ধরেন। সহযোগিতামূলক মনোভাব একটি বৈশ্বিক শক্তি হিসাবে AI-এর ভারতের স্বীকৃতিকে প্রতিফলিত করে যা দায়িত্বশীল এবং নৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

উপসংহারে, GPAI শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ সমাজের সুবিধার জন্য AI-এর দায়িত্বশীল ও নৈতিক ব্যবহারের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির রূপরেখা তুলে ধরেছে। বিস্তৃত বিশ্লেষণে ভারতের জাতীয় এআই উদ্যোগ, বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা, নৈতিক বিবেচনা, নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে কভার করা হয়েছে। যেহেতু ভারত 2024 সালে GPAI-তে চীনকে বাদ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়, এটি অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা এবং বৈশ্বিক সহযোগিতার উপর ফোকাস করে AI উন্নয়নের ভবিষ্যত গঠনের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র ঘরোয়া চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে না বরং দেশটিকে এআই ল্যান্ডস্কেপে একটি দায়িত্বশীল বিশ্ব খেলোয়াড় হিসেবে অবস্থান করে, সক্রিয়ভাবে নৈতিক মান ও সর্বোত্তম অনুশীলন গঠনে অবদান রাখে।

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com
GET IT ON Google Play